Proceedings of
One Day International Seminar

PHILOSOPHICAL DISCOURSE IN THE KATHAAMRITA



::EDITORS::
ARUP KR DHABAL
SANTU KANDAR

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah 711 202

Proceedings of
UGC Sponsored International Seminar

PHILOSOPHICAL DISCOURSE IN THE KATHAAMRITA

EDITORS
ARUP KR DHABAL
SANTU KANDAR

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIRA
BELUR MATH, HOWRAH, WEST BENGAL

Published by:
Swami Shastrajnananda
Principal
Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah -711202, West Bengal, India
Email: vidyamandira@gmail.com

First published on: May, 2017

ISBN: 978-93-82094-35-7
Price: 150/-

Printed at:
Bengal Printing Works
Belur, Howrah

Preface

The Department of Philosophy, Ramakrishna Mission Vidyamandira, conducted a one-day international seminar on 23rd February 2017 to commemorate the platinum jubilee of the college. About four hundred participants (students, scholars, teachers and devotees) from various colleges and universities of West Bengal attended this seminar on "Philosophical Discourse in the Kathaamrita".

The seminar started with Vedic chanting of our students. This seminar consisted of two sessions. In the first session some revered monks of Ramakrishna order and in the second session some professors from various universities and colleges delivered their thought-provoking lectures before the august audience. And towards the completion of the seminar, enlightened participants put various questions to our distinguished Swamis and resource persons. It was really a very active and interesting interaction that illuminated different aspects of Sri Ramakrishna's life and teachings which inspired Sri Mahendranath Gupta to pen such a unique work, like the 'Kathaamrita'. The Kathaamrita is not just a book but virtually an encyclopedia of knowledge that incorporates not only religion, philosophy, spirituality, morality, aesthetic, but also the various aspects of human life and civilization.

Sri Ramakrishna's philosophy neither denies nor fully affirms the world because the sole and whole aim of human life, according to him, is nothing but divinization of the mundane human life. Sri Ramakrishna never liked the negative attitude towards life which holds that life is full of sufferings and miseries. He is not telling like the traditional Christian doctrine that each human being sins. His philosophy is very much positivistic that inspires each and every human being to keep faith on the Divine order and in himself. It offers hope even to the worst sinner in that he can

redeem himself and become an illumined saint. Sri Ramakrishna made a bridge between man and God by which love for man can be converted to love for God.

The commemorative volume that we are going to publish consists of **thirty five** articles that are written by different experts, resource persons, also some papers that were not presented in the seminar have been accepted for publication.

We have received invaluable help and advice from many distinguished persons to make the seminar a success. We convey our thanks and gratitude to all of them. Last but not the least, we owe a debt of gratitude to our Revered Swami Divyanandaji Maharaj, the Secretary of Saradapith, Belur Math, and our Principal Maharaj, Swami Shastrajananda, for their constant support and cooperation to actualize such a colossal programme.

Co-ordinators

Belur Math - 2017

Arup Kumar Dhabal

Santu Kandar

Contents

অমৃতত্ত্বের জ্ঞান ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোকে

কৃষ্ণ মণ্ডল
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, দর্শন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

অরণ্যচারী আদিম অবস্থা থেকে আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরমতর উন্নতির দিনে মানুষ তার স্বাভাবিক লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়াকে। এই উন্নতির ক্ষেত্রে মানুষের একমাত্র সহায়ক হল তার জ্ঞান। এই উন্নতি কেবল বস্তুজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কারণ মানুষের দুটি সত্তা রয়েছে, একটি হল বস্তু জগতের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট তার বাহ্য সত্তা এবং অপর একটি হল আত্মার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট আন্তর সত্তা। কাজেই, বাহ্য সত্তার উন্নতির জন্য যে জ্ঞান তা কখনই আন্তর সত্তার উন্নতি সাধন করতে পারে না। যুগ যুগ ধরে ঋষিরা এই আন্তর সত্তার উন্নতি সাধনকারী জ্ঞানেরই সন্ধান করে গিয়েছেন। এমনই এক সত্য দ্রষ্টা ঋষিপুরুষ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবনের দ্বারা মানবজাতিকে এই আন্তর সত্তার উন্নতি বিধায়ক জ্ঞান লাভে সচেষ্ট হওয়ার বার্তা দিয়েছেন।

ছেলেবেলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যা' তিনি শিখতে চান না। অর্থাৎ, প্রচলিত প্রথাগত বিদ্যা তিনি শিখতে চাননি। মন থেকে মেনে নিতে পারেননি এই শিক্ষাকে। তাই, অতি অল্প বয়সেই পাঠশালা জীবন থেকে ছুটি মিলেছিল তাঁর। প্রচলিত রীতিতে আমরা যাকে শিক্ষা বলে এবং জ্ঞান অর্জনের উপায় বলে মনে করি সেই তথাকথিত জ্ঞান অর্জন তিনি করেননি; এমনটা মনে হতেই পারে। অথচ বিস্ময় জাগে তখনি যখন আমরা দেখি এহেন মানুষটির কাছে এসেছে কলকাতার তৎকালীন সময়ের বহু শিক্ষিত ডিগ্রিধারী মানুষ। তাঁরা ঠাকুরের জ্ঞানধারায় অভিস্নাত হয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর অনুভবকে। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন ব্রহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশব চন্দ্র সেন, বিশিষ্ট নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)। এছাড়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ঠাকুরের জ্ঞান ও অনুভূতিকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এদের মধ্যে অন্যতম নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) ঠাকুরকে বিশেষভাবে বুঝেছিলেন। হ্যাঁ, এটা সত্য যে তিনি প্রথমে ঠাকুরকে বিশ্বাস করতে পারেননি।

কিন্তু, পরবর্তীকালে ঠাকুরকে শুধু বিশ্বাসই করেননি, তাঁর ভাবনাকে প্রচারিত করতে তিনিই হয়েছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক গৃহী ভক্ত হলেন কথামৃতকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ঠাকুরের কাছে যিনি 'মাষ্টার' নামে পরিচিত)। শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত এই মাষ্টারমশায় নিজের জ্ঞানের প্রতি খুবই অহংকারী ছিলেন। কান্ট, হেগেল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদের সহিত সুপরিচিত মাস্টারমশায়ের ধারণা ছিল যে, মানব জীবনে বুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু এবং যার পুঁথিগত বিদ্যা লাভ হয়েছে সেই প্রকৃত জ্ঞানী। কিন্তু, ঠাকুরের সাথে তাঁর যখন দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকার ঘটে তখন তাঁর এই অহংঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়। ঠাকুর বলেন, "ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, আর ঈশ্বর কে না জানার নামই অজ্ঞান।"[১]

ঠাকুর আর এক জায়গায় বলছেন, "মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি'-কে ভালোরূপে বিচার করে দেখতে পাওয়া যায়, 'আমি' বলে কোনও জিনিস নেই। হাত পা রক্ত মাংস ইত্যাদি—এর কোন্‌টা আমি? যেমন পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসা-ই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, এইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে তাই আত্মা-চৈতন্য"।[২] ঠাকুর এখানে বেদান্তের কথাই বলেছেন। বেদান্তে বলা হয়েছে—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩/১৪/১)। ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজমান। সব কিছুর মধ্যেই তার প্রকাশ। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত। কাজেই, দেবত্ব (divinity) মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। ঈর্ষা, লোভ, মোহ, ক্রোধ, ঘৃণা, অহংকার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মানুষের এই দেবত্বকে ঢেকে রাখে। তখন মানুষ পশুর সমান। কিন্তু, মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় এইসব রিপুকে দমন করে মনকে সুস্থ ও পবিত্র করে তুলতে সমর্থ হয় এবং যে দেবত্ব তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন, তাকে প্রকট করে তুলতে পারে। অবশ্য, এ এক কঠিন প্রচেষ্টা ভারতীয় দর্শনে একে 'আত্মোপলব্ধির সাধনা' বলা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা সার্থক হলে ঈশ্বরের সাথে মানুষের সাক্ষাৎকার ঘটে। তখনই মানুষের দেবত্ব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। আর এই পূর্ণতা প্রকাশের নামই প্রকৃত জ্ঞান। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অখণ্ড ঃ শ্রীম কথিত, পৃঃ ১৮

২ জগতের ধর্মমত ঃ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে প্রকাশিত, পৃঃ ৬০

সাত্ত্বিক জ্ঞান বলতে বুঝিয়েছেন—

"সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্"।। (১৮/২০)

অর্থাৎ, যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বহুধা বিভক্ত সর্বভূতে অবস্থিত এক অবিনাশী পরমাত্মাতত্ত্বকে অভিভক্তরূপে দেখে, সেই জ্ঞানই হলো সাত্ত্বিক জ্ঞান। আর নিজেকে প্রকৃতভাবে না জানাই হল অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের কারণেই মানুষ এত দুঃখ-কষ্ট পায়। এই একই কথা বলেছেন ঠাকুর শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ তাঁর মিলন কবিতায়—'প্রত্যেক আমির মধ্যে এক তুমি-বিরহী কেঁদে উঠছে—কে করিল ছাড়াছাড়ি তোমাতে আমাতে?' প্লেটোর সিম্পোসিয়াম-র ভাষায় বলতে গেলে, 'আমরা প্রত্যেকে যেন আধখানা হয়ে ঘুরছি—বাকি হারানো আধখানার সন্ধানে'।[৩]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছে। তাই প্রতিটি মানুষকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। যা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার নিজের জীবনে করে দেখিয়েছেন। স্বামীজীও ঠাকুরের এই ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছিলেন। ঠাকুরকে ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক বলে মনে করতেন তিনি। সে অনুভূতিকে তিনি ব্যক্ত করেছেন ৪টি অক্ষরে 'Love' অর্থাৎ 'Love Personified' 'মূর্তিমান প্রেম'। তাঁর ভালোবাসা পার্থিব সব ভালবাসাকে হার মানায়। মানুষকে যে মানুষ এত ভালবাসতে পারে তা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই শিখেছিলেন স্বামীজী। সে ভালবাসায় ছিল আত্মিক যোগসূত্র। তাই প্রেমময় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয়টি দিয়েছেন স্বামীজী এ ভাবে ঃ 'রামকৃষ্ণ অবতার জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বলো বা ঈশ্বর বলো বা অবতার বলো, আপনার-আপনার ভাবে নাও। যে তাঁকে নমস্কার করবে সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ চুম্বকের উপমা দিতেন। বলতেন 'চুম্বক যেমন লোহা টানে ভগবান তেমনই মানুষকে আকর্ষণ করেন।'[৪] শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনই আমাদের সবাইকে কাছে টানেন আকর্ষণী-শক্তিতে। তাঁর সান্নিধ্যে আসলে মানুষ অন্তরের

৩ "ঔপনিষদ অদ্বৈত দর্শনের চিরন্তন নূতনতা ও প্রয়োজনীয়তা"; অরিন্দম চক্রবর্তী, পৃঃ ৪

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অখণ্ড ঃ শ্রীম কথিত, পৃঃ ৪৬৮

টান অনুভব করেন। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথা আমি আগেই বলেছি ঠাকুরকে তিনি দর্শন করতে এসেই আকর্ষিত হয়েছিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছেন এমন সময় মাস্টারমশাই (মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের) এসেছেন তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে। ঠাকুর তাঁকে দেখেই হাসিঠাট্টা থামিয়ে সকলের উদ্দেশে বলে উঠলেন "দেখ, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিয়েছিল। তার পর দিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত, আফিমের মৌতাত ধরেছিল, ঠিক সময় আফিম খেতে এসেছে।"[৫] তা দেখে সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত মাস্টার মনে মনে ভাবছেন 'ইনি ঠিক কথাই তো বলেছেন। বাড়ি যাই কিন্তু রাতদিন এঁর কাছেই মন পড়ে থাকে কখন দেখব, কখন দেখব। আশ্চর্য কে যেন টেনে আনল! ইচ্ছা করলেও তো অন্য জায়গায় যাবার জো নেই। এখানে আসতেই হবে'।

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের আপনজন বোধে আকর্ষণ করে কাছে ডেকে নিতে চান 'মান-হুঁশ' করার জন্য। মানুষ তার মান সম্বন্ধে হুঁশ অর্থাৎ সচেতন হোক। জানুক সে অমৃতের সন্তান। অমৃতত্ত্ব লাভই হোক জীবনের উদ্দেশ্য। এই মরণশীল জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম বস্তুটি হল অমৃতত্ত্ব। যা তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে স্তরে স্তরে সমৃদ্ধ এবং তা বিতরণের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন সমাজের সকল স্তরের মানুষকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অখণ্ড ঃ শ্রীম কথিত।

২। শ্রীশ্রীসদানন্দযোগীন্দ্রসরস্বতী প্রণীত বেদান্তসারঃ-এর অমৃত টীকা ঃ স্বামী অমৃতত্বানন্দ।

৩। জগতের ধর্মমত ঃ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে প্রকাশিত।

৪। "ঔপনিষদ অদ্বৈত দর্শনের চিরন্তন নূতনতা ও প্রয়োজনীয়তা"; অরিন্দম চক্রবর্তী।

৫। ধর্ম দর্শন ঃ প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ব্যানার্জী পাবলিশার্স।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ঃ গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।

---

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অখণ্ড ঃ শ্রীম কথিত, পৃঃ ২৯

ISBN 978-93-82094-35-7